Remove Watermark Now

বাজেট

ক্রম	কর্মসূচি	কুইক ইম্প্যাক্ট প্রকল্পের অর্থ যা ইউএনডিপি কর্তৃক সরাসরি ইউনিয়ন ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হবে।		ইএএলজি প্রকল্পের অর্থ যা ডিডিএলজি এর ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ইউনিয়ন ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা হবে।	
		উপকারভোগীর সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	উপকারভোগীর সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	জনসচেতনতা বৃদ্ধি	৪০২	৪৯৯৪	৫৯৮	৭৪১৬
২	হাত ধোয়ার ব্যবস্থা চালুকরণ	১৪১	১০১৭০	৩৫৯	২৫৮৩০
৩	স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের মাধ্যমে ইউপি'র সক্ষমতা বাড়ানো	১	৬০০০	০	০
৪	তথ্য যোগাযোগে ফোকাল পার্সন নির্বাচন	২৫০	১০০০	০	০
	বরাদ্দ		২২১৬৩		৩৩২৪৭
	মোট বরাদ্দ (কথায়)	৫৫৪১০ টাকা (পঞ্চান্ন হাজার চারশত দশ টাকা)			

pdfelement

কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশনা

Remove Watermark Now

১। করোনা মহামারী বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন:

লক্ষিত উপকারভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	বিশেষ নোট
১০০০ (কমপক্ষে)	১২৪১০/=	খরচের ভাউচার সংরক্ষণ করুন।

ভ্রাম্যমান মাইকিং--ইএএলজি প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ দ্বারা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে ২দিন ইউনিয়ন পরিষদের সকল এলাকা ব্যাপী ভ্রাম্যমান মাইকিং এর ব্যবস্থা করবেন। মাইকিং-এর সময় করোনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক স্বাস্থ্য বার্তা, করোনায় আক্রান্ত হলে বা উপসর্গ দেখা দিলে করণীয়, করোনাকালী সৃষ্ট নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং মানবাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন বার্তা প্রদান করতে হবে। মাইকিং-এর মাধ্যমে প্রদত্ত বার্তা এবং নির্দেশনা সংযুক্তি-০১ এ প্রদান করা হয়েছে।

মাইকিং বার্তা/ঘোষণা

চেয়ারম্যানকে দিয়ে রেকর্ড করে নেয়া যেতে পারে (ডিডিএলজি মহাদয়ের সাথে আলোচনা ও অনুমতি সাপেক্ষে)

প্রিয় এলাকাবাসী, আসালামুআলাইকুম এবং নমস্কার।
আমি ..... ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বলছি!
করোনা ভাইরাস বিষয়ে জরুরী বার্তা।

করোনাভাইরাস থেকে নিজেকে ও আপনার প্রিয়জনকে বাঁচাতে:

- জরুরী প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হবেন না
- যদি বের হতেই হয় তাহলে অবশ্যই সঠিকভাবে মাস্ক পড়ুন এবং অন্যদের থেকে কমপক্ষে ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখুন
- মনে রাখবেন, মাস্ক না পড়ে বাইরে যাওয়া এখন আইনত দন্ডনীয় অপরাধ
- সাবান পানি দিয়ে ঘন ঘন হাত কমপক্ষে ২০সেকেন্ড ধরে ধুবেন এবং
- খেয়াল রাখবেন আপনি যেন কোনোভাবেই, হাত দিয়ে নাক, মুখ ও চোখ না ধরেন
- এই দুর্যোগকালীন সময়ে ঘরে থেকে নারীদের কাজে সহযোগিতা করুন এবং
- নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করতে এগিয়ে আসুন। কোনোরকম নারী ও শিশু নির্যাতন হলে ১০৯ কল করুন।

এছাড়াও আসুন আমরা সবাই সবার অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হই এবং মানবাধিকার রক্ষার জন্য দরকার হলে ১৬৪৩০ নাম্বারে কল করুন।

করোনাভাইরাস এর লক্ষণ হলো-জ্বর, কাশি এবং শ্বাসকষ্ট। তবে মনে রাখতে হবে -জ্বর, কাশি এবং শ্বাসকষ্ট হওয়া মানেই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া নয়। এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য ৩৩৩ অথবা ১৬২৬৩ নাম্বারে যোগাযোগ করুন অথবা আমাদের ইউনিয়নের নির্ধারিত ব্যক্তির ..... নাম্বারে কল করুন।

ফেসবুক ক্যাম্পেইন--ইএএলজি প্রকল্প কর্তৃক জনসাধারণের করোনা বিষয়ক সচেতনতা এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, করোনার উপসর্গ প্রতিরোধ, করোনাকালীন সৃষ্ট নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, মানবাধিকার রক্ষা ইত্যাদি সংক্রান্ত বিভিন্ন বার্তা ইউনিয়ন পরিষদকে সহযোগিতা করবে। ইউনিয়ন পরিষদ উল্লিখিত বার্তাসমূহ সপ্তাহব্যাপী তাদের ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইটে প্রতিনিয়ত আপলোড করবে। এছাড়াও নিম্নোক্ত লিংকে গিয়ে করোনা, নারী ও মানবাধিকার বিষয়ক ভিডিও অধিকতর প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের ফেসবুক পেজে আপলোড হবে।

বিস্তারিত ভিডিও লিংক:
https://drive.google.com/file/d/1nel2auFg15mZANGGMpVn4fsiRRgFgqBm/view
https://drive.google.com/file/d/1tTKnwVZZkhtHa-6w9BMzn-1MJ3zq4y7m/view
https://drive.google.com/file/d/1tqP03y9Uoy1SIVZHUxKuFFlzXO9qlWdJ/view
https://drive.google.com/file/d/1Xdh42beyD33LXKcRQtyErF_fknCv-pk8/view

পোস্টার প্রকাশনা ও বিতরণ--ইউনিয়ন পরিষদ প্রদত্ত বাজেট বা পরিষদের নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থের ব্যবস্থা করে করোনা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে পোস্টার তৈরী করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টাঙ্গানোর ব্যবস্থা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্প কর্তৃক পোষ্টারের ডিজাইন তৈরি করে দেয়া হবে। প্রোজেক্ট থেকে প্রদ্দত্ত ডিজাইনকৃত পোষ্টার ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ছাপানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

pdfelement

Remove Watermark Now

২। ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গন, হাট-বাজার এবং কমিউনিটি ক্লিনিকসহ অন্যান্য জনসমাগম স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা:

লক্ষিত উপকারভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	বিশেষ নোট
৫০০ (কমপক্ষে)	৩৬০০০/=	হাত ধোয়ার জন্যে কমপক্ষে ২টি স্থাপনা স্থাপন করতে হবে। খরচের ভাউচার সংরক্ষণ করুন।

প্রদত্ত অর্থ দ্বারা প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে করোনাকালীন লোক সমাগম বেশি হয় এমন জায়গায়, অর্থাৎ হাট-বাজারে, ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে, কমিউনিটি ক্লিনিক বা অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে টেকসই পানির কল স্থাপন, প্রয়োজনীয় সাবানের ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাসহ পরিবেশ দূষণ (হাত ধোয়ার স্থাপনাটি প্রতিস্থাপনের কারণে সৃষ্ট) প্রশমন/নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একজন কেয়ারটেকার নিয়োগ ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। কেয়ারটেকার সার্বক্ষণিক সাবান, পানি ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহে নিয়োজিত থাকবেন। হাত ধোয়ার স্থানে কেয়ারটেকারের নাম এবং মোবাইল নাম্বার টাঙ্গিয়ে দিতে হবে যাতে প্রয়োজনের সময় তাকে খুঁজে পাওয়া যায়। সংশ্লিষ্ট খাত থেকে কেয়ারটেকারকে দৈনিক ভিত্তিতে কিছু সম্মানী প্রদান করতে হবে। হাত ধোয়ার প্রতিটি স্থানে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে হাত ধোয়ার নিয়ম ও করোনার বিভিন্ন বার্তা বিষয়ক একটি ফেস্টুন টানানো যেতে পারে।

৩। ইউনিয়ন পরিষদের দৈনন্দিন কাজে সহায়তার জন্য সাময়িকভাবে একজন স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ প্রদান:

স্বেচ্ছাসেবীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	বিশেষ নোট
১ জন (কমপক্ষে)	৬০০০/=	কোন ধরনের নিয়োগপত্র ইস্যু করা যাবে না। খরচের ভাউচার সংরক্ষণ করুন।

ইউনিয়ন পরিষদের দৈনন্দিন কাজে সহায়তা করার জন্য ইএএলজি কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ দ্বারা এক মাসের জন্য একজন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক ইউনিয়ন পরিষদের সাথেযুক্ত করতে হবে। স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচনে শিক্ষাগত যোগ্যতা, কম্পিউটার দক্ষতা, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা এবং অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবক উক্ত ইউনিয়নে করোনা মোকাবিলায় ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ইএএলজি প্রকল্পের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়তাসহ করোনাকালীন (১ মাস) ইউনিয়ন পরিষদের জরুরি সহায়তা কার্যক্রমের সমন্বয়, দলিলাদি সংরক্ষণ এবং ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন প্রকার সেবা গ্রহীতাদের তথ্য সংরক্ষণ ও করোনা মোকাবেলায় পরিষদের সেবা কার্যক্রমের তথ্য নিয়মিত ইউনিয়ন পরিষদের ওয়েবসাইটে এবং ফেসবুক পেজে আপলোড করা ইত্যাদি কাজে ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা করবেন। স্বেচ্ছাসেবক নিযোগদানে ইউনিয়ন পরিষদের সচিব এবং চেয়ারম্যান মূল ভূমিকা পালন করবেন।

৪। করোনা বিষয়ক ফোকাল পার্সন নির্বাচন এবং করোনা বিষয়ক তথ্য প্রদান:

লক্ষিত উপকারভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	বিশেষ নোট
২৫০ জন (কমপক্ষে)	১০০০/=	১ জন ফোকাল পার্সন নির্ধারণ করতে হবে। খরচের ভাউচার সংরক্ষণ করুন।

ইউনিয়ন পরিষদ ভিত্তিক **করোনা বিষয়ক ফোকাল পার্সন নির্বাচন** করতে হবে। করোনাকালীন সংশ্লিষ্ট ফোকাল পার্সনের মোবাইল নাম্বার ভ্রাম্যমান মাইকিং করার সময় জনসাধারণকে জানিয়ে দিতে হবে। এছাড়াও নাম্বারটি ইউনিয়ন পরিষদের ফেসবুক পেজে এবং ওয়েবসাইটে আপলোড করে দিতে হবে যাতে জনসাধারণ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট নাম্বারে ফোন করে যোগাযোগ করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রেও করোনা জিজ্ঞাসায় জাতীয় হটলাইন নম্বরগুলোর প্রাধান্য রেখে যদি কেউ সেসকল নম্বরে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হন সেক্ষেত্রে ইউনিয়ন ফোকাল পার্সনের সাথে যোগাযোগের জন্য উৎসাহ দিতে হবে।

এলাকার জনসাধারণ কর্তৃক করোনা মহামারী সংক্রান্ত তথ্য জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ে নূন্যতম জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন কোন ব্যক্তিকে ফোকাল পার্সন হিসাবে নির্বাচন করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট ফোকাল পার্সন রোগীকে নিজে সরাসরি কোন চিকিৎসা বা পরামর্শ না দিয়ে বরং আক্রান্ত রোগীকে উপযুক্ত হাসপাতাল/চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা গ্রহণে সহযোগিতা করবেন। ফোকাল পার্সন করোনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক বার্তাও প্রচার করবেন।

pdfelement